দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

গণশিক্ষা আন্দোলন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

এএইচএম নোমান

মুক্তির টানে ও স্বাধীনতার চেতনায় মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ের বেশে দেশে ফিরেই গণশিক্ষা আন্দোলন নামক দ্বিতীয় যুদ্ধের ডাক দিলেন। তাদের ভাষায়- 'মুক্তিযুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি, ব্রিটিশকে তাড়িয়েছি, পাকিস্তানিকে তাড়ালাম। এখন নিরক্ষরতাকে তাড়াতে হবে। দীর্ঘ নয় মাস আপনারা-আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। দেশকে স্বাধীন করে প্রথম যুদ্ধ শেষ করেছি। মুক্ত মাটিতে আমরা এখন গর্বিত স্বাধীন জাতি। এখন আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করতে হবে। নিরক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও জিততে হবে।'

সঙ্গে বগল দাবা করে আনা এক বোঝা গণশিক্ষার কাজে ব্যবহৃত ফ্লিপচার্ট, বই, পুস্তিকা। উপস্থিত সকলকে তা দেখিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন কিভাবে পড়াতে, বুঝাতে ও ব্যবহার করতে হয় যাতে তাড়াতাড়ি দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা যায়। তাহলেই মুক্ত মাটির স্বাদ দেশবাসী পাবে, উৎপাদন বাড়বে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় সাধারণ মানুষ সচেতন হবেন।

যেমন কথা তেমন কাজ, শুরু হয়ে গেল গণশিক্ষা। ঠিক হলো উদ্যোগী যুবকদের নিয়ে গঠিত হবে প্রাথমিক সমবায় সমিতি। আর এই শিক্ষা প্রাইমারি স্কুল, মক্তব, কাচারি ঘর/বৈঠকখানা ভিত্তিক শুরু হবে। সমবায়ের মাধ্যমে সকল থানায় মাসখানেকের মধ্যে শতাধিক গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়ে গেল। প্রতিযোগিতামূলক দেশ গড়ার পরিবেশে বিছানা/ বসার স্থান, হারিকেন, কেরোসিন, শিক্ষক, সমবায়ী, যুবক ইত্যাদি কিছুরই যেন ঘাটতি নেই। তবে বই পাবে কোথায় এবং কী বই? তাছাড়া শ্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি চাহিদার তুলনায় টান (অভাব) পড়ে গেল। বই হিসেবে সে সময় একমাত্র আদর্শলিপি ও বাল্যশিক্ষা গ্রামের পুস্তক বিক্রেতার কাছে বা ছোট মুদি দোকানে পাওয়া যেত। সাধারণ পড়ুয়ার জন্য চাহিদা কম থাকায় দোকানে তা খুব কম মজুদ থাকতো বলে সরবরাহ সমস্যা দেখা দিল। পড়ুয়া সংগ্রহে খুব একটা সমস্যা হলো না। কেননা সবার মধ্যে একটা জোশ, চেতনা, প্রেরণা ও প্রয়োজনীয়তা যেন নিজ গ্রাম-এলাকা থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল। স্লোগান ছিল 'আমরা সবাই নিরক্ষরমুক্ত হবো, নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ব'।

ইতোমধ্যে জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। সবাই আনন্দে একাকার। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। সে এক ঐতিহাসিক আনন্দ- বিজয় উল্লাস। আমরা মাত্র ২/৩ দিন আগে জানতে পারলাম, বঙ্গবন্ধু ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ রামগতি আসবেন। তখন প্রতিদিন আমরা 'সন্ধ্যাকালীন আসরে' বসতাম সমবায় সভাপতি আবদুর রব খন্দকার, মুক্তিযোদ্ধা ছাজল ওসি, ছোলায়মান মিয়া বা রফিক সেক্রেটারি বা তোফায়েল ডাক্তার সাহেবের ঘরে। সেদিন আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি অজিউল্যাহ মিয়ার নেতৃত্বে আমরাও তোফায়েল ডাক্তারের চেম্বারে বসলাম। আমি (কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারি)সহ ঠিক করলাম, সমবায়ীরা ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণ উপলক্ষে বুকে অ আ ক খ বর্ণমালা ১, ২, ৩ লাগিয়ে মিছিল সহকারে পোড়াগাছা (যেখানে বঙ্গবন্ধু আসবেন) যাওয়া হবে। আমরা ৭-৮ হাজার সমবায়ী সকলে বুকে সুই-সূতা দিয়ে ক খ গ ১, ২, ৩ লাগিয়ে শেখের কিল্লায় যাই। ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ আলেকজান্ডার স্কুল গৃহে মুক্তিযোদ্ধা সমবায়ীদের এক সভায় 'নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধ' ঘোষণা করা হলো। পাশাপাশি দ্বিস্তর বিশিষ্ট সেলফ জেনারেটিং রামগতি থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির উদ্যোগে 'মাটিকাঠি' পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাশ্রমে ১২০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়ে গেল।

বর্তমানে সেখানে ঘন ঘন ঘরবাড়ি, গাছগাছালি, ফসল, স্কুল মাদ্রাসা লোকালয় ঘেরা 'শেখের কিল্লা' যেন কালের সাক্ষী হয়ে তাকিয়ে আছে সব সৃষ্টির দিকে। জানা যায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধুর দেশ গড়ার ডাক এর স্থানে 'ডরপ'র আবেদনের প্রেক্ষিতে 'শেখের **কিল্লা মা-স্বপ্ন কমপ্লেক্স**' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় গবেষণাসহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশের ইতিহাস রক্ষার্থে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতির নদী সৈকতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনসহ আমরা এর বাস্তবায়ন কামনা করি।

স্বাধীনতার পর আরো অনেক বেসরকারি উদ্যোগই দেশে সাড়া যুগিয়েছে। দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম ঠাকুরগাঁ'র কচুবাড়ী কৃষ্টপুর। এর অনুপ্রেরণায় পরে সরকারিভাবে ৯০ দশকে গঠিত হয় এনএফইপি। তা থেকে এখন হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। বর্তমানে ৬৪ জেলার ১৩৭টি উপজেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের কাজ চলছে।

● **লেখক : প্রতিষ্ঠাতা ডরপ এবং গুসি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার বিজয়ী-২০১৩**
ই-মেইল: nouman@dorpbd.org